



ishwarerain.org

ঈশ্বরের আইন: পর্ব ২: পরিত্রাণের মিথ্যা পরিকল্পনা

জেন্টাইলদের ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য শয়তানের কৌশল

একটি আমূল কৌশলের প্রয়োজনীয়তা

শয়তানের জন্য খ্রিস্টের জেন্টাইল (অইহুদি) অনুসারীদের ঈশ্বরের আইনের প্রতি অবাধ্যতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু আমূল পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।

মিশুর আরোহণের কয়েক দশক পরন্তু, গির্জাগুলি জুডিয়ার ইহুদি (হিব্রু), [প্রবাসী ইহুদি](#) (হেলেনিস্টিক), এবং জেন্টাইলদের (অইহুদি) নিয়ে গঠিত ছিল। মিশুর অনেক মূল শিষ্য তখনও জীবিত ছিলেন এবং এই গোষ্ঠীগুলির সাথে বাড়িতে জড়ো হতেন, যা মিশু তাঁর জীবনে যা শিখিয়েছিলেন এবং উদাহরণ দিয়েছিলেন তার প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল।

ঈশ্বরের আইনের প্রতি বিশ্বস্ততা

ঈশ্বরের আইন পড়া হতো এবং কঠোরভাবে পালন করা হতো, যেমনটি মিশু তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন:

“তিনি উত্তর দিলেন, “ধন্য তারা যারা ঈশ্বরের বাক্য [*λογον του Θεου (logon tou Theou)* তানাথ, পুরাতন নিয়ম] শোনে এবং তা পালন করে” (লুক ১১:২৮)।

মিশু কখনও তাঁর পিতার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হননি:

“আপনি আপনার আদেশগুলি যত্নসহকারে পালন করতে আদেশ দিয়েছেন” (গীতসংহিতা ১১৯:৪)।

আজকের গির্জাগুলিতে প্রচলিত ধারণা—যে মশীহের আগমন জেন্টাইলদের পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের আইন পালন থেকে মুক্তি দিয়েছে—চারটি সুসমাচারে মিশুর বাণীতে কোনো ভিত্তি নেই।

পরিত্রাণের মূল পরিকল্পনা

জেন্টাইলদের জন্য সর্বদা উপলব্ধ পরিগ্রাণ

সভ্যতার ইতিহাসে এমন কোনো সময় ছিল না যখন ঈশ্বর কাউকে তাঁর কাছে অনুতাপে ফিরতে, তাদের পাপের জন্য ক্ষমা পেতে, আশীর্বাদিত হতে এবং মৃত্যুর পর পরিগ্রাণ লাভ করতে অনুমতি দেননি।

অন্যভাবে বললে, মশীহের আগমনের আগেও জেন্টাইলদের জন্য পরিগ্রাণ সর্বদা উপলব্ধ ছিল। আজকের অনেক গির্জায় ভুলভাবে বিশ্বাস করা হয় যে শুধুমাত্র যিশুর আগমন এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তমূলক বলিদানের মাধ্যমেই জেন্টাইলরা পরিগ্রাণের সুযোগ পেয়েছে।

অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা

সত্য হলো যে পুরাতন নিয়ম থেকে যে পরিগ্রাণ পরিকল্পনা বিদ্যমান ছিল তা যিশুর দিনে বৈধ ছিল এবং আজও তা অব্যাহত আছে।

এখন একমাত্র পার্থক্য হলো, যেখানে আগে পাপের ক্ষমার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রতীকী বলিদান অন্তর্ভুক্ত ছিল, আজ আমাদের কাছে ঈশ্বরের মেসিশিশু, যিনি পৃথিবীর পাপ দূর করেন, তাঁর সত্যিকারের বলিদান রয়েছে (যোহন ১:২৯)।

ঈশ্বরের চুক্তির লোকদের সাথে যোগদান

ইসরায়েলে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা

এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছাড়া, বাকি সবকিছু খ্রিস্টের আগের মতোই রয়ে গেছে। একজন জেন্টাইলের পরিগ্রাণ পাওয়ার জন্য, তাদের অবশ্যই সেই জাতির সাথে যোগ দিতে হবে যাকে ঈশ্বর চিরন্তন চুক্তির মাধ্যমে নিজের জন্য মনোনীত করেছিলেন, যা সুলতের চিহ্ন দ্বারা সিল করা হয়েছিল:

“এবং যে জেন্টাইলরা [٧٢] *nfikhār* (অপরিচিত, বিদেশী, অইহুদি)] প্রভুর সেবা করতে, প্রভুর নাম ভালোবাসতে এবং তাঁর দাস হতে প্রভুর সাথে যোগ দেয়... এবং যারা আমার চুক্তি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে—তাদের আমি আমার পবিত্র পর্বতে আনব” (ইশাইয়া ৫৬:৬-৭)।

যিশু একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেননি

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশু জেন্টাইলদের জন্য একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেননি, যেমনটি অনেকে ধরে নেয়।

প্রকৃতপক্ষে, যিশু খুব কমই জেন্টাইলদের সাথে মেলামেশা করতেন, কারণ তাঁর মনোযোগ সবসময় তাঁর নিজের জাতির উপর ছিল:

“যিশু বারোজনকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন: জেন্টাইলদের মধ্যে যেও না বা শমরীয়দের কোনো শহরে প্রবেশ করো না। বরং ইসরায়েলের হারিয়ে যাওয়া ভেড়াদের কাছে যাও” (মথি ১০:৫-৬)।

ঈশ্বরের সত্য পরিগ্রাণ পরিকল্পনা

পরিত্রাণের পথ

সত্য পরিত্রাণ পরিকল্পনা, যা পুরাতন নিয়মের নবীদের মাধ্যমে ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছিলেন এবং সুসমাচারে যিশুর মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়েছিল তার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহজবোধ্য: পিতার আইনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করো, এবং তিনি তোমাকে ইসরায়েলের সাথে একত্রিত করবেন এবং পাপের ক্ষমার জন্য পুত্রের কাছে পাঠাবেন।

পিতা তাদের পাঠান না যারা তাঁর আইন জানে তবুও প্রকাশ্যে অবাধ্যতায় জীবনযাপন করে। ঈশ্বরের আইন প্রত্যাখ্যান করা বিদ্রোহ, এবং বিদ্রোহীদের জন্য কোনো পরিত্রাণ নেই।

পরিত্রাণের মিথ্যা পরিকল্পনা

বাইবেলের ভিত্তিহীন একটি মতবাদ

অধিকাংশ গির্জায় প্রচারিত পরিত্রাণ পরিকল্পনা মিথ্যা। আমরা এটি জানি কারণ এটির পিছনে পুরাতন নিয়মে নবীদের মাধ্যমে ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছিলেন এবং চারটি সুসমাচারে যিশু যা শিখিয়েছিলেন তার সমর্থন নেই।

আম্মার পরিত্রাণ সম্পর্কিত যেকোনো মতবাদ (প্রাথমিক মতবাদ) এই দুটি মূল উৎস দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে:

1. পুরাতন নিয়ম (তানাখ—আইন এবং নবী), যা যিশু প্রায়শই উদ্ধৃত করতেন।
2. ঈশ্বরের পুত্রের নিজের বাণী।

মূল মিথ্যা

এই মিথ্যা পরিত্রাণ পরিকল্পনার প্রবক্তারা যে মূল ধারণাটি প্রচার করে তা হলো জেন্টাইলরা ঈশ্বরের আদেশ পালন না করেও পরিত্রাণ পেতে পারে। এই অবাধ্যতার বার্তা ইডেনে সর্প যা প্রচার করেছিল তার সাথে অভিন্ন: “তোমরা নিশ্চয়ই মরবে না” (আদিপুস্তক ৩:৪-৫)।

যদি এই বার্তা সত্য হতো:

- পুরাতন নিয়মে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অসংখ্য অনুচ্ছেদ থাকত।
- যিশু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতেন যে ঈশ্বরের আইন থেকে মানুষকে মুক্ত করা তাঁর মশীহ হিসেবে মিশনের অংশ।

কিন্তু বাস্তবতা হলো পুরাতন নিয়ম বা সুসমাচার কোনোটিই এই অযৌক্তিক ধারণার জন্য কোনো সমর্থন দেয় না।

যিশুর পরে প্রেরিত বার্তাবাহক

সুসমাচার বহির্ভূত উৎসের উপর নির্ভরতা

যারা ঈশ্বরের আইনের প্রতি আনুগত্য ছাড়া পরিগ্রাণ পরিকল্পনা প্রচার করে তারা তাদের বার্তায় খুব কমই যিশুর উল্লেখ করে। কারণটি স্পষ্ট: তারা খ্রিস্টের শিক্ষায় এমন কিছু খুঁজে পায় না যা পরামর্শ দেয় যে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁর পিতার আইন ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্যকারীদের পরিগ্রাণ দিতে।

ভাববাণীর সমর্থনের অভাব

পরিবর্তে, তারা যিশুর আরোহণের পরে আবির্ভূত ব্যক্তিদের লেখার উপর নির্ভর করে। এর সমস্যা হলো:

1. যিশুর পরে ঈশ্বরের কোনো বার্তাবাহক উত্থানের বিষয়ে পুরাতন নিয়মে কোনো ভাববাণী নেই।
2. যিশু নিজে কখনো উল্লেখ করেননি যে তাঁর পরে কেউ আসবে জেন্টাইলদের জন্য একটি নতুন পরিগ্রাণ পরিকল্পনা শেখাতে।

ভাববাণীর গুরুত্ব

ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

ঈশ্বরের প্রকাশ বৈধ হওয়ার জন্য পূর্ব কর্তৃত্ব এবং প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। আমরা জানি যিশু পিতার দ্বারা প্রেরিত কারণ তিনি পুরাতন নিয়মের ভাববাণী পূর্ণ করেছিলেন।

কিন্তু খ্রিস্টের পরে নতুন শিক্ষা নিয়ে অন্য ব্যক্তিদের প্রেরণের বিষয়ে কোনো ভাববাণী নেই।

যিশুর শিক্ষার পর্যাঙ্গতা

আমাদের পরিগ্রাণ সম্পর্কে যা জানা দরকার তা যিশুর সাথে শেষ হয়। যিশুর আরোহণের পরে উদ্ভূত যেকোনো লেখা, বাইবেলের ভিতরে বা বাইরে হোক, তা গৌণ এবং সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত, কারণ যিশু যা শিখিয়েছিলেন তার বাইরে কিছু শেখানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো মানুষের আগমনের বিষয়ে কোনো ভাববাণী ছিল না।

মতবাদের বৈধতার মানদণ্ড

চারটি সুসমাচারে যিশুর বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন যেকোনো মতবাদকে মিথ্যা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, তার উৎস, সময়কাল বা জনপ্রিয়তা যাই হোক না কেন।



যিশু যা শিখিয়েছিলেন তার বাইরে কিছু শেখানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো মানুষের আগমনের বিষয়ে কোনো ভাববাণী নেই। পরিত্রাণ সম্পর্কে আমাদের যা জানা দরকার তা খ্রিস্টের সাথে শেষ হয়েছে।

পুরাতন নিয়মে পরিত্রাণের ভাববাণী

মালাখির পরে পরিত্রাণ সম্পর্কিত যে সমস্ত ঘটনা ঘটানো কথা ছিল তা পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে:

- মশীহের জন্ম: ইশাইয়া ৭:১৪; মথি ১:২২-২৩
- এলিয়ের আল্ফায় যোহন ব্যাপটিস্টের আগমন: মালাখি ৪:৫; মথি ১১:১৩-১৪
- খ্রিস্টের মিশন: ইশাইয়া ৬১:১-২; লুক ৪:১৭-২১
- যিহূদার দ্বারা তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা: গীতসংহিতা ৪১:৯; জখরিয়া ১১:১২-১৩; মথি ২৬:১৪-১৬; মথি ২৭:৯-১০
- তাঁর বিচার: ইশাইয়া ৫৩:৭-৮; মথি ২৬:৫৯-৬৩
- তাঁর নির্দোষ মৃত্যু: ইশাইয়া ৫৩:৫-৬; যোহন ১৯:৬; লুক ২৩:৪৭
- ধনী ব্যক্তির সমাধিতে তাঁর সমাধি: ইশাইয়া ৫৩:৯; মথি ২৭:৫৭-৬০

যিশুর পরে ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোনো ভাববাণী নেই

কিন্তু যিশুর আরোহণের পরে কোনো ব্যক্তির উল্লেখ নেই, বাইবেলের ভিতরে বা বাইরে যাই হোক, যিনি জেন্টাইলদের পরিব্রাজনের জন্য ভিন্ন পথ তৈরি করার দায়িত্বপ্রাপ্ত—বিশেষ করে এমন একটি পথ যা কাউকে ঈশ্বরের আইনের প্রতি ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতায় জীবনযাপন করতে দেয় এবং তবুও স্বর্গে উন্মুক্ত হাতে স্বাগত জানানো হয়।

যিশুর শিক্ষা, বাক্য এবং কাজের মাধ্যমে

খ্রিস্টের একজন প্রকৃত অনুসারী তাঁর উদাহরণ অনুসারে তাদের সমগ্র জীবন গঠন করে। যিশু স্পষ্টভাবে শিখিয়েছিলেন যে তাঁকে ভালোবাসা মানে পিতা এবং পুত্র উভয়ের প্রতি আনুগত্য। এই আদেশ দুর্বল হৃদয়ের জন্য নয়, বরং যারা ঈশ্বরের রাজ্যের উপর মনোনিবেশ করে এবং চিরন্তন জীবন লাভের জন্য যা প্রয়োজন তা করতে প্রস্তুত তাদের জন্য। এই প্রতিশ্রুতি বন্ধু, গির্জা এবং পরিবার থেকে বিরোধিতা আকর্ষণ করতে পারে।

[সুলভ](#), [চুল](#) এবং [দাড়ি](#), [সাব্বাথ](#), [নিষিদ্ধ মাংস](#) এবং [ত্রিজিত](#) সম্পর্কিত আদেশগুলি আজকের অধিকাংশ খ্রিস্টধর্মে বেশিরভাগভাবে উপেক্ষিত। যারা এতে সন্মত না হয়ে এই আদেশগুলি মেনে চলতে বেছে নেয় তারা সম্ভবত নিপীড়নের সম্মুখীন হবে, যেমনটি যিশু আমাদের মথি ৫:১০-এ সতর্ক করেছিলেন। ঈশ্বরের আদেশ পালনের জন্য সাহস প্রয়োজন, কিন্তু পুরস্কার হলো চিরন্তন জীবন।